সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর

চরিত্র ও বাণী

12-January-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীস শরীফের বিখ্যাত কিতাব তিরমিযী শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে; **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اَوۡلَی النَّاسِ بِیۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ اَکۡثَرُھُمۡ عَلَیَّ صَلَاۃً

“অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী, ২/২৭, হদীস: ৪৮৪)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কিয়ামতের সবচেয়ে আরামে সেই থাকবে, যে হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে আর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শ নসীব হওয়ার মাধ্যম হলো অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। এর দ্বারা জানা যায়, দরূদ শরীফ হলো সর্বোত্তম নেকী। কেননা সকল নেকী দ্বারা জান্নাত লাভ হয় আর দরূদ শরীফ দ্বারা জান্নাতের দুলা হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে পাওয়া যায়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/১০০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আজকে আমরা বয়ানে গুহার সাথী, মাযারের সাথী, আশিকে আকবর হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পুতঃপবিত্র চরিত্রের কতিপয় দিক এবং তাঁর

বরকতময় বাণীসমূহ শ্রবণ করবো, আসুন প্রথমে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবন করি:

আমার মাহবুবের কি অবস্থা?

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সংখ্যা ৩৮ জনে গিয়ে উপনীত হয়, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র নিকট প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি চাইলেন, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু বকর! আমরা এখনো সংখ্যায় কম।" কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বার বার অনুরোধ করতে থাকেন, অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি প্রদান করলেন। মুসলমানরা মসজিদে হেরেম শরীফের আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে গেলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ বংশকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলো।

হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য দাড়াঁলেন আর সেখানে রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও উপস্থিত ছিলেন, মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে দেখে তাদের রক্ত জ্বলে উঠলো ফলে তারা মুসলমানদের মারা শুরু করলো।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কেও মারলো, যার কারণে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বেহুশ হয়ে গেলেন, যখন তাঁর গোত্র বনু তাঈমের লোকেরা জানতে পারল, তখন তারা দৌঁড়ে আসলো এবং তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলো, তাঁর পিতা আবু কুহাফা ও বনু তাঈমের লোকেরা খুবই চিন্তিত ছিলো,

বারবার তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলো, অবশেষে দিনের শেষ ভাগে তাঁর হুঁশ ফিরে আসলো। যখন তারা তাকে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো তখন তাঁর মুখ থেকে সর্বপ্রথম এই বাক্যটি উচ্চারিত হলো যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন আছেন? তাঁর এ কথা শুনে গোত্রের অনেকলোক অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলো, তাঁর আম্মাজান উম্মুল খায়ের সালমা যখন কিছু খাওয়ার কথা বলতেন তখন তিনি শুধু একই কথা বলতেন, রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র কী অবস্থা? আমাকে শুধু তাঁর সংবাদ দিন। এ অবস্থা দেখে তাঁর মা বলতে লাগলেন: আল্লাহর শপথ! আমি আপনার বন্ধুর খবর জানিনা যে, তিনি কেমন আছেন? সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আপনি উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাবের কাছে যান এবং তার কাছে হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁর মা উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا'র নিকট এসে বললেন: আমার পুত্র আবু বকর আপনার কাছে তাঁর বন্ধু মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি কেমন আছেন? হযরত উম্মে জামিল رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন: আপনি যদি চান, তবে আপনার সাথে আপনার ছেলের কাছে যেতে পারি, উভয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র নিকট পৌঁছল, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর কাছে এটি জিজ্ঞাসা করলেন: রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন আছেন?

হযরত উম্মে জামীল رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বললেন: প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিরাপদে ও একেবারে সুস্থ আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখন কোথায় আছেন? তিনি উত্তর দিলেন: 'দারে আরকামে' অবস্থান করছেন। সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আল্লাহ

পাকের শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার করব না, যতক্ষণ না হুযুর صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمকে নিজের চোখে দেখবো না, অবশেষে যখন সবাই চলে গেলো তখন তাঁর আম্মাজান ও উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাব, তাঁকে রাসুলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র খেদমতে নিয়ে গেলেন, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর এই আশিককে দেখলেন, তখন চোখে অশ্রু বয়ে গেলো এবং গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁকে চুমু খেতে লাগলেন। এই আবেগময় অবস্থা দেখে সকল মুসলমানও আবেগ তাড়িত হয়ে তাঁর দিকেই ধাবিত ছিলেন, তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত দেখে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আরয করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গিত, আমি ভালো আছি, ব্যস! সামান্য আঘাত পেয়েছি। যেদিন তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছিলো, সেই দিনই তাঁর আম্মাজান হযরত উম্মুল খায়ের সালমা ও হযরত আমীরে হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا ও ইসলাম গ্রহণ করেন।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ৩০/৪৯। আল বিদায়তু ওয়ান নিহায়া, ২/৩৬৯)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہ عَنْہُ ইশ্‌কে রাসূলে ডুবে দ্বীনে ইসলামের প্রচার ও উন্নতির জন্য কিরূপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। ইসলামের এই মহান মুবাল্লিগ নিজের শরীর, মন, ধন সবকিছু আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসায় কুরবান করে দিয়েছেন, এরূপ দুঃখ ও কষ্ট পাওয়ার পরও নিজের চিন্তা না করে নিজের আক্বা ও মাওলা, হযরত

মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেই স্মরণ করছেন আর ব্যাকুল ছিলেন যে, যেকোন ভাবে আমি যেন আমার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাই, তিনি কোন কষ্টে নাই তো, একটু ভাবুন তো যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র প্রতি জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রেম ও ভালোবাসার অবস্থা এমনি ছিলো, আসুন! আমরাও চিন্তা করি যে, আমরা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কেমন ভালোবাসি? আমাদের মাঝেও কি ইসলামের জন্য কুরবানী দেয়ার চেতনা বিদ্যমান? সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ও বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَہُمُ اللّٰہ তো প্রাণ ও সম্পদ কুরবানী দিতেও ঘাবড়াতেন না, কিন্তু আফসোস! আমরা শুধুমাত্র সময়ের কুরবানীও দিতে পারি না। মনে রাখবেন! যারা দ্বীনে ইসলামের সাহায্য করে, আল্লাহ পাক তাদের সাহায্য করেন, যেমনটি- ১৭পারা, সূরা হজ্বের ৪০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَیَنۡصُرَنَّ اللّٰہُ مَنۡ یَّنۡصُرُہٗ ؕ

(পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য করবেন তারই, যে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবে, হযরত কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আল্লাহ পাকের বদান্যতার দায়িত্ব হলো; তিনি তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁর (দ্বীনের) সাহায্য করবে। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা ২৬, মুহাম্মদ, ৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৪৬২)** হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আল্লাহ পাকের অলিদের সাহায্য করা, নবীর খিদমত, ইলমে দ্বীনের প্রসার, সবই আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্য। **(নুরুল ইরফান, পারা ১৭, হজ্ব, ৪০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫৩৭পৃষ্ঠা)** তাই আমাদের উচিত, আল্লাহ

পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে দ্বীনে ইসলামের পয়গাম ছড়িয়ে দেয়ার উৎসাহ নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করা।

আল্লাহ পাকের দ্বীনের সাহায্যকারীদের সাহায্য কিভাবে হয়ে থাকে? তাঁদের সাহায্য কে করে থাকে? তাঁদের কিভাবে দৃঢ়তা নসীব হয়? আসুন! শ্রবণ করি: পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭ এ ইরশাদ হচ্ছে:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ یَنْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝۷

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দেবেন।

দ্বীনে মুস্তফার সাহায্য কারীদের জন্য প্রতিটি জুমা এবং দুই ঈদে না জানি কত যে ইমাম দোয়া করে থাকেন বরং দোয়া তো বুযুর্গানে দ্বীনরা বহুকাল পূর্ব থেকে করে আসছেন। এই দোয়া আমার প্রিয় আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও “খুতবায়ে রযবীয়া”য় অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সেই দোয়াটি হলো: اَللّٰھُمَّ انْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِیْنَ سَیِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّد অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! যে আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم’র দ্বীনের সাহায্য করবে তুমিও তার সাহায্য করো।

سُبْحٰنَ الله নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী, মাদানী কাফেলায় সফরকারী, দরস ও বয়ানকারী, একক প্রচেষ্টাকারী, আশিকানে রাসূলের কল্যাণ কামনাকারী, মাদানী কাফেলায় গরীব মুসাফিরদের সাহায্যকারী এবং যেকোন উপায়ে দ্বীনে মুস্তফার সাহায্যকারীদের অভিনন্দন। কেননা, তাদের জন্য জুমার খুতবায় দোয়া করা হচ্ছে। হে দ্বীনে মুস্তফার

সাহায্যকারী! নিঃসন্দেহে রব্বে যুল জালালের সাহায্য যার থাকবে, তার তো উভয় জগতে তরী পার হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের সাহায্যে বড় বড় বিপদও দূরীভূত হয়ে যাবে এবং আমরা তা জানবোও না। খুতবার দোয়ার পর আরো কিছু রয়েছে, এবং তা হলো: وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِیْنَ سَیِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّد অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! যে আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের সাহায্য করবেনা, তুমিও তাকে সাহায্য করোনা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আতঙ্কীত হওয়ার বিষয়! আল্লাহ পাক যাকে সাহায্য করবে না, নিঃসন্দেহে সে বড়ই হতভাগা। আমাদের সকলেরই ভাবা উচিৎ যে, সে কি নিজের জন্য দোয়া নিচ্ছে, নাকি বদদোয়া! সে সকল কাজই দ্বীনে মুস্তফার সাহায্য, যার দ্বারা ইসলামের বটবৃক্ষ ফলে-ফুলে বৃদ্ধি পায়, কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করে ও বিগড়ে যাওয়া মুসলমানদের সংশোধনের ব্যবস্থা হয়। ব্যস! নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন, মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন, নিজে সুন্নাত শিখুন ও অন্যকে শেখান আর এভাবেই দ্বীনে মুস্তফার বেশি বেশি সাহায্য করে আল্লাহ পাকের সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা তিনি স্বয়ং ওয়াদা করেছেন। সুতরাং "খাযাইনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান" এর ৯৩২ পৃষ্ঠায় পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ এর ৭ নং আয়াতে পবিত্র ইরশাদ হচ্ছে:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ یَنْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝۷

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদগুলো সুদৃঢ় করে দেবেন।

(খাযাইনুল ইরফান থেকে সংক্ষেপিত, ৯৩২ পৃষ্ঠা। নেকীর দাওয়াত, ১ম অধ্যায়, ৪২৬, ৪২৭ পৃষ্ঠা)

অতঃপর আল্লাহ পাক তোমাদের সাহায্য করবেন অর্থাৎ যখন মু’মিন আল্লাহ পাকের দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য চেষ্টা করে তবে আল্লাহ পাক তার জন্য সহজতা সৃষ্টি করে দিবেন, তাকে এই কাজে দৃঢ়তা দান করবেন, তাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন খলিফাতুল মুসলিমিন, জা’নশিনে রাহমাতুল্লিল আলামীন, আমীরুল মু’মিনীন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ’র আরো ঘটনাবলী জানার পূর্বে তাঁর পরিচয় শ্রবণ করি! তাঁর নাম মোবারক হলো; ‘আবদুল্লাহ্’, উপনাম ‘আবু বকর’ এবং ‘সিদ্দীক’ ও ‘আতীক’ তাঁর উপাধি, ‘সিদ্দীক’ অর্থ হলো অত্যাধিক সত্যবাদী, তিনি জাহেলিয়্যতের যুগে এই উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিলেন, কারণ তিনি সর্বদাই সত্য বলতেন এবং ‘আতীক’ অর্থ হলো মুক্ত। নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে সুসংবাদ দান করে ইরশাদ করেছিলেন: اَنۡتَ عَتِیۡقُ اللّٰہِ مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ “তুমি আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত।” এ কারণেই এটা তাঁর উপাধি হয়। **(তারীখুল খুলাফা, ২৯ পৃষ্ঠা)** তিনি কুরাইশ বংশীয় আর তাঁর বংশ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশের সাথে সপ্তম পুরুষে গিয়ে মিলিত হয়, তিনি হস্তী বর্ষের প্রায় আড়াই বছর পর মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন। আমীরুল মু’মিনীন হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন সেই সাহাবী, যিনি নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রিসালতের সর্বপ্রথম সত্যতা স্বীকার করেন, তিনি এমন মহৎ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর পর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল

মানুষের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী করীম صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সঙ্গ দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জনসহ পরম বিশ্বস্থতার হক আদায় করেন, ২ বৎসর ৭ মাস খেলাফতের মসনদে সমাসীন থেকে ২২ই জমাদিউস সানী ১৩ হিজরী সোমবার দিন অতিবাহিত করার পর ইন্তেকাল করেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং রওজা মোবারকে নবী করীম হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র পাশে সমাহিত হন। **(তারিখুল খুলাফা, ২৬, ২৭, ৮১, সংক্ষেপিত)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সবচেয়ে বড় পরহেযগার:

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের এক স্থানে তাঁকে পরহেযগার বলেছেন, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

وَ سَیُجَنَّبُهَا الۡاَتۡقَی ﴿۱۷﴾

(পারা ৩০, আল লাইল, আয়াত: ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তা থেকে অনেক দূরে রাখা হবে যে সর্বাধিক পরহেযগার।

এই আয়াতে "اَتۡقٰی" (অর্থাৎ সবচেয়ে বড় পরহেযগার) দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ পাকের দরবারে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কতো বড় মর্যাদা অর্জন হয়েছে যে, তাঁর ব্যাপারে আয়াতের মোবারকা অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনিভাবে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে তাঁর স্থানও অনেক সুউচ্চ ছিলো, যেমনিভাবে

প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে সিদ্দিকে আকবরের মর্যাদা

হযরত আবু ওসমান رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? হুযুর পুরনূর صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আয়েশা (رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا)। তাঁরা আবারো আরয করলেন: পুরুষদের মধ্যে কে? ইরশাদ করলেন: আয়েশার পিতা। **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, গযওয়া যাতিল সালাসিল, হাদীস নং-৪৩৫৮, ৩য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)** (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, আমি দেখলাম যে, রাসূলে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা کَرَّمَ اللہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم এর সাথে দন্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অগ্রসর হয়ে তাঁর সাথে হাত মিলালেন, অতঃপর আলিঙ্গন করে তাঁর মুখে (কপালে) চুমু দিলেন এবং হযরত আলীউল মুরতাদা کَرَّمَ اللہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم কে ইরশাদ করলেন: হে আবুল হাসান! আমার কাছে আবু বকরের মর্যাদা সেই রূপ, যেমন আল্লাহ পাকের নিকট আমার মর্যাদা।

(আর রিয়াদুন নাদারা, ১/১৮৫)

জান্নাতে সিদ্দিকে আকবরের জাকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা

এমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: জান্নাতে এমন এক ব্যক্তি প্রবেশ করবে যে, সকল জান্নাতবাসী তাঁকে আহ্বান করে বলবে: মারহাবা! মারহাবা! এখানে তাশরীফ নিয়ে আসুন, এখানে তাশরীফ নিয়ে আসুন। হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ খুবই আশ্চর্য হয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরাও কি সেই ব্যক্তিকে দেখবো? হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু বকর! সেই জান্নাতী ব্যক্তি হচ্ছো তুমিই।

(ইবনে হাব্বান, ৯ম অংশ, ৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৮২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিরূপ সৌভাগ্যবান সাহাবী ছিলেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরামগণের عَلَیۡہِمُ السَّلَام পর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষিত হয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় আখেরী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তাঁর এই সৌভাগ্যও অর্জিত যে, সর্বস্থানেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র সাথেই ছিলেন, এমনকি আল্লাহ পাক আসমানেও তাঁর নাম নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র নামের সাথেই মিলিয়ে দিয়েছেন, যেমনটি হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে আকাশে ভ্রমন করানো হয়েছে, আমি যেই আসমানেই গিয়েছি, সেখানে আমার নাম লিখা অবস্থায় পেয়েছি এবং আমার নামের পর আবু বকরের নামও লিখা ছিলো। **(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, ৯/১৯, হাদীস নং-১৪২৯৬। তারিখুল খোলাফা, ৪৩ পৃষ্ঠা)** সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমরাও হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি অধিকহারে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষন করা, যেন আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়দের সদকায় আমাদের উপরও সন্তুষ্টি ও রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কল্যাণ কামনার চেতনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বরকতময় সত্তাকে আল্লাহ্ পাক উত্তম গুণাবলী ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছেন, আসুন! তাঁর মোবারক চরিত্রের কতিপয় ঝলক শ্রবণ করি, সুতরাং তাঁর সত্তায় মানুষের কল্যাণের চেতনা পরিপূর্ণ ছিলো, এই কারণেই যে, দ্বীনে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যে সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করছিলেন, তিনি তাঁদের জন্য দয়া ও স্নেহের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, তিনি অত্যাচার ও নিপীড়নের চাক্কিতে পিষ্ট হওয়া মুসলমানদের জন্য শুধু মাত্র অন্তরেই দয়া ও সহমর্মিতা পুষে রাখেননি বরং তাঁদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে সকল সম্ভাব্য চেষ্টা করেছেন আর যদি সম্পদ খরচ করতে হতো তবে তাতেও পিছপা হতেন না। আসুন এ প্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

হযরত বেলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুক্তি

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত বেলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সত্যিকার মু'মিন ও পবিত্র অন্তর সম্পন্ন গোলাম ছিলেন, তাঁর মালিক উমাইয়া বিন খলফ তাঁকে প্রচন্ড রৌদ্রে নিয়ে গিয়ে মক্কার বাইরে উত্তপ্ত বালির উপর চিৎ করে শুয়াইয়ে বুকের উপর পাথর রেখে দিতো আর বলতো: মুহাম্মদ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র ধর্ম) কে অস্বীকার করো, আমাদের খোদাদের ইবাদত করো, নয়তো এখানেই মারা যাবে। হযরত বেলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শুধু এটিই উত্তর দিতেন: আহাদ, আহাদ (অর্থাৎ আল্লাহ্ শুধুমাত্র একজন, তাঁর কোন অংশীদার নেই) (আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/১৩২-১৩৩) একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে হযরত বেলাল

হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ’র উপর নির্যাতন করা হচ্ছিলো, তিনি উমাইয়া বিন খলফকে ধমক দিয়ে বললেন: এই অসহায়কে কষ্ট দিতে তোমার আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় হয় না? কতদিন এরকম করতে থাকবে? সে বলতে লাগলো: আবু বকর! তুমিই একে নষ্ট (অর্থাৎ মুসলমান) করেছো, তুমিই একে ছাড়িয়ে নাও। তিনি বললেন: আমার নিকট বিলালের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ গোলাম রয়েছে, বেলালকে আমাকে দিয়ে তা তুমি নিয়ে নাও। বললো: গ্রহণ করলাম। তিনি কিছু টাকা ও গোলামের বিনিময়ে তাঁকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দিলেন।

এরপর তিনি আরো ছয়জন এমন গোলাম আযাদ করেছেন। **(আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/১৩২)** এটাও বর্ণিত আছে: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত বেলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে পাঁচ আওকিয়া (প্রায় ৩২ তোলা) স্বর্ণের বিনিময়ে কিনলে বিক্রেতা বলেন: আবু বকর! যদি তুমি এক আওকিয়া স্বর্ণের বেশি না আগাতে তবে আমি ঐ দামেই তাকে বিক্রি করে দিতাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: যদি তুমি একশ (১০০) আওকিয়া স্বর্ণ চাইতে, তবুও আমি তা দিতাম আর বেলালকে অবশ্যই কিনে নিতাম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা জানা গেলো, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই দয়াবান ছিলেন, কোন মু’মিনকে কষ্টে লিপ্ত হওয়া সহ্য করতে পারতেন না এবং নিজের ধন ও সম্পদকে তার প্রাণের উপর প্রাধান্য দিতেন। এই কারণেই তিনি হযরত বেলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সহ সাত জন গোলামকে কিনে আযাদ করে দিয়েছেন। তিনি নেককার হওয়ার পাশাপাশি নেক কাজেও অগ্রনী ভূমিকা পালন করতেন।

গুহার সাথীর সম্পদ ইছার (আত্মত্যাগ)

তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর উম্মতের সম্পদশালীদেরকে আদেশ দিলেন যে, যেন তারা আল্লাহর পথে সম্পদ দ্বারা সাহায্য করাতে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহণ করে, যাতে ইসলামী মুজাহিদদের জন্য খাবার পানীয় ও বাহনের ব্যবস্থা করা যায়, নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই উৎসাহ মূলক আদেশ পালন করতে গিয়ে যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিজের সমস্ত সম্পদ রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি সাহাবী ইবনে সাহাবী, আশিকে আকবর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ই ছিলেন, তিনি ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র কদমে পেশ করলেন, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের গুহার সাথীর এই ইছার (আত্মত্যাগ) দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: নিজের পরিবার পরিজনের জন্য কি কিছু রেখেছো? খুবই আদব ও সম্মান পূর্বক আরয করলেন: اَبۡقَیۡتُ لَہُمُ اللّٰہَ وَرَسُوۡلَہٗ অর্থাৎ আমি তাদেরকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের দয়াময় দায়িত্বে রেখে এসেছি। **(সবলিল হুদা ওয়াল রিশাদ, ৫/৪৩৫)** যেন বললেন যে, আমার ও আমার পরিবার পরিজনের জন্য আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট।

আমি আমার মহান প্রতিপালক আল্লাহ পাকের উপর সন্তুষ্ট

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র নিকট উপস্থিত ছিলাম, সেখানে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এমন এক পোশাক পরিধান করে উপস্থিত ছিলেন, যার বোতামের স্থানে কাঁটা লাগানো ছিলো।

এমন সময় জিব্রাঈল আমীন عَلَيۡهِ السَّلَام রিসালতের মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আবু বকর এমন পোশাক কেন পরিধান করে আছেন? ইরশাদ করলেন: হে জিব্রাঈল! সে তাঁর সম্পূর্ণ সম্পদ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আমার জন্য কুরবান করে দিয়েছে। জিব্রাঈল আরয করলো: আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন আর ইরশাদ করেছেন: তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন যে, সে কি আল্লাহ পাকের উপর সন্তুষ্ট, নাকি অসন্তুষ্ট? নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আবু বকর! আল্লাহ পাক তোমাকে সালাম পাঠিয়েছেন আর ইরশাদ করেছেন যে, আমার প্রতি কি সন্তুষ্ট নাকি নও?

আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: আমি আমার প্রতিপালকের প্রতি অসন্তুষ্ট কিভাবে হতে পারি? আমি আমার রবের উপর সন্তুষ্ট, আমি আমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট, আমি আমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ৩০/৭১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! এই বর্ণনা হতে যেভাবে এটা জানা যায় যে, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আল্লাহ পাকের দরবারে কিরূপ মহান মর্যাদা রয়েছে, সেভাবে এটাও জানা গেলো; আমাদের প্রিয় সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহ পাকের পথে সম্পদ ব্যয় করাতে কিরূপ মহান চেতনা রাখতেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের পথে সম্পদ ব্যয় করার অনেক ফযীলত রয়েছে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে মুসলমান কোন পোশাকহীন মানুষকে পোশাক পরিধান করাবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতী পোশাক পরিধান করাবেন

আর যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাতী ফল খাওয়াবেন এবং যে ব্যক্তি কোন পিপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, আল্লাহ্ পাক তাকে মোহরাঙ্কিত পবিত্র সূধা পান করাবেন।” (সুনানে আবি দাউদ, ২/১৮০, হাদীস নং-১৬৮২)

নেক আমল নাম্বার ৫৪ ’র প্রতি উৎসাহ প্রদান:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! পোশাকহীন মুসলমানকে পোশাক পরিধান করানো, ক্ষুধার্তকে আহার করানো এবং পিপাসার্তকে পানি পান করানো কতো উত্তম নেকী। আসুন! আমরাও নিয়্যত করে নিই যে, গরীবদেরকে সাহায্য করবো, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াবো, পিপাসার্ত মুসলমানকে পান করাবো اِنۡ شَآءَاللّٰہ। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে এরকম অসংখ্য নেক আমল করার খুব বেশি মানসিকতা দেয়া হয়ে থাকে, সুতরাং আজ থেকে বরং এখন থেকেই এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করে নেকীর দা’ওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন। মনে রাখবেন! যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্য হতে প্রতিদিনের একটি দ্বীনি কাজ হলো “নেক আমল পুস্তিকা” পূরণ (Fill) করা, শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ ’র দেয়া “৭২টি নেক আমল” নেককার হওয়ার জন্য এমন একটি অনন্য মাধ্যম, সেটার উপর নিয়মিত আমলকারী ধীরে ধীরে নেকীসমূহের উপর আমলকারী হয়ে যায় ঐসব “৭২টি নেক আমল” এর মধ্য হতে একটি নেক আমল ৫৪ নাম্বার আর তা হলো, আপনি কি আজকে (ঘরে বা বাহিরে) হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং

অট্টহাসি দেয়া (অর্থাৎ শব্দ করে হাসা) থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন? (মনে রাখবেন! কোন মুসলমানের (শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত) মনে কষ্ট দেয়া কবিরা গুনাহ।)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইসলামের দা'ওয়াতের পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই সৌভাগ্যবান সাহাবী, যিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করেন, হযরত ইবনে ইসহাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই তা প্রকাশও করে দিয়েছিলেন এবং এর দাওয়াত দেওয়াও শুরু করে দিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি নিজের গোত্রে খুবই কোমল হৃদয়, মানুষের দুঃখ কষ্টে অংশগ্রহণকারী এবং সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কুরাইশদের আভিজাত্য এবং তাদের ভালো মন্দ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ ও ভদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন, কুরাইশদের সকল ছোট বড় লোক জ্ঞান ও ব্যবসার গুনাবলী এবং পবিত্র সাহচর্যের কারণে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন, তাঁর সঙ্গ দ্বারা উপকৃত হতেন, তিনি তাদেরকে একক প্রচেষ্টা করতেন, ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করতেন এবং তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। এমনিভাবে তিনি তাঁর কাছে আগত অনেক লোককে একক প্রচেষ্টা করে তাদেরও ইসলামে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিলেন। **(আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/৯১)**

যেমনটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পুস্তিকা "বৃদ্ধ পূজারী" এর ১০ পৃষ্ঠায় বলেন: তাঁর একক প্রচেষ্টায় এমন পাঁচজন ব্যক্তিত্ব ইসলাম গ্রহণ করেন, যাঁদেরকে "আশারায়ে

মুবাশ্‌শারা” (সুসংবাদ প্রাপ্তদের) মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁদের পবিত্র নাম সমূহ হলো, (১) হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (২) হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (৩) হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (৪) হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, (৫) হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

ঘরেই মসজিদ নির্মাণ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নিজের ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে তিনি কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন ও নামায আদায় করতেন, লোকেরা তাঁর এই ঈমান সতেজকারী দৃশ্য দেখে তাঁর আশেপাশে জমা হয়ে যেতো, তাঁর কুরআনের তিলাওয়াত, ইবাদত ও রিয়াযত এবং খোদাভীতিতে কান্না করা লোকদেরকে অনেক প্রভাবিত করতো, তাঁর এই আমলের দ্বারা অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। **(আর রিয়াদাতুন নাদারা, ১/৯)** হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমার সম্মানিত পিতা যখন কুরআনের তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি তাঁর নিজের অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না, অর্থাৎ অঝোর ধারায় কান্না করতেন। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯৩, হাদীস নং-৮০৬)**

তিলাওয়াতে কান্না করা সাওয়াবের কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করে কিভাবে কান্নাকাটি করতেন, অথচ তিনি দুনিয়াতেই হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক যবান

হতে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছিলেন, এরপরও তিনি খোদাভীতিতে কান্না করতেন। আমাদেরও কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করে কান্না করা উচিৎ আর যদি কান্না না আসে তবে কান্না করার মুখ অবয়বই (আকৃতি) বানিয়ে নেয়া উচিৎ। কেননা, কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করে কান্না করা মুস্তাহাব, যেমনটি প্রিয় নবী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করে কান্না করো আর কান্না না আসলে কান্নার মতো আকৃতি বানিয়ে নাও। **(ইবনে মাজাহ, ২/১২৯, হাদীস নং-১৩৩৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

গরমের দিনে রোযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে আমাদের প্রিয় সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইবাদত গুজার ছিলেন, তেমনি অধিকহারে রোযাও রাখতেন, যেমনটি তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে: তিনি গরমের দিনে (নফল) রোযা রাখতেন এবং শীতের দিনে রাখতেন না। **(আয যুহুদ লি ইমাম আহমদ, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৫)** বাস্তবেই এটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র ইবাদতের প্রবল আগ্রহ ছিলো যে, কুরআনে করীম তিলাওয়াতের সময় কান্না করতেন এবং ফরয রোযা ছাড়াও গরমের দিনে নফল রোযা রাখতেন, যদি আজ আমরা নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিই, তবে শীতের দিনে ফরয রোযাও অনেক কষ্ট করে রাখি, অথচ শীতের দিনে সাধারণত দিন অনেক ছোট এবং রাত অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে আর দিনে পিপাসাও অনেক কম অনুভূত হয়, আর গরমের দিনে সাধারণত দিন অনেক বড় এবং রাত খুবই ছোট হয়ে থাকে আর দিনের বেলায় পিপাসার মাত্রাও অনেক বেশি হয়ে থাকে। দুনিয়ার গরম আখিরাতের গরমের তুলনায় কিছুই নয়, যখন কিয়ামতের দিন হবে

এবং সূর্য এক মাইল দূরে অবস্থান করে আগুন বর্ষণ করবে, পিপাসার তীব্রতায় জিহ্বা বাইরে বের হয়ে আসবে, মানুষ নিজেরই ঘামে ডুবে যাবে, সেই সময়ের গরম সহ্য করার নিঃসন্দেহে আমাদের ক্ষমতা নাই, সুতরাং দুনিয়াতেই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেক আমল করার চেষ্টা করা উচিৎ, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করে নিন আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের রহমতে আরশের ছায়া লাভের জন্য আজ দুনিয়াতেই অধিকহারে নেক কাজ করতে হবে। এই মাদানী চিন্তাধারা পাওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করে নেকীরসমূহের ভান্ডার জমা করতে আখিরাতের জন্য পরকালের পথেয় জমা করুন।

নেক আমল বিভাগ:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দা'ওয়াতে ইসলামীর ৮০টির চেয়েও অধিক বিভাগ রয়েছে সেগুলোর মধ্য হতে একটি হলো "নেক আমল" বিভাগ। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ 'র আকাংখা মোতাবেক ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন ও জামেয়াতুল মদীনা ও মাদারিসুল মদীনার শিক্ষার্থীদের আমলদার বানানোর জন্য "নেক আমল" 'র উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে "নেক আমল বিভাগ" গঠন করেছেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বলেন: হায়! যদি অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত পালন করার পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এসব নেক আমলের উপর আমল করাটা নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেয় এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল যিম্মাদারগণও আপন আপন হালকার মধ্যে এই (নেক

আমল পুস্তিকা) ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করে এবং প্রতিটি মুসলমান নিজের কবর ও আখিরাত সজ্জিত করার জন্য নেক আমলকে একনিষ্ঠতার সাথে আমল করে আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশি হওয়ার মহান সৌভাগ্য অর্জন করে নেয়।” আসুন আমরাও নেকীর কাজে ভরপুর অংশগ্রহণ করি এবং নেক আমলের উপর না শুধুমাত্র নিজে আমল করবো বরং অপর ইসলামী ভাইকেও সেটার প্রতি উৎসাহিত করে প্রচুর নেকী অর্জন করি।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মু’মিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনীর একটি অন্যতম দিক ছিলো তিনি প্রতিবেশীদের হক আদায়ের ক্ষেত্রে খুবই নরম হৃদয়ের ছিলো, যেমন

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি অনেক সুন্দর গুণ হলো যে, তিনি প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক বেশি নম্র ছিলেন, যেমনটি হযরত আব্দুল রহমান বিন কাসিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, তখন তিনি নিজের প্রতিবেশীকে ধমক দিচ্ছিলেন, তিনি তাঁকে বললেন: নিজের প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করোনা। কেননা, সে তো এখানেই থাকবে কিন্তু যে লোকেরা তোমার ঝগড়া দেখবে তারা এখান থেকে চলে যাবে। **(কানযুল উম্মাল, ৯ম অংশ, ৫/৭৯, হাদীস নং-২৫৫৯৯)**

প্রতিবেশীর হক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়াকারী ব্যক্তিকে কিরূপ উত্তম পদ্ধতীতে নেকীর দাওয়াত পেশ করলেন এবং আসলেই যখন প্রতিবেশী পরস্পর কোন বিষয়ে ঝগড়া করে তবে তা তার নিজেরই ক্ষতি। কেননা, ঝগড়া করার পরও তাদের একত্রেই থাকতে হবে এবং তাদের পরস্পর ঝগড়া করা অন্যান্য লোকদের জন্য তামাশা স্বরূপ হয়ে যায়।

মনে রাখবেন! ইসলামে প্রতিবেশীর হকের অনেক গুরুত্ব রয়েছে, যেমনটি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচররণ করার জন্য অসিয়ত করছি।" অতঃপর হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতিবেশীদের এরূপ অধিকার বর্ণনা করেছেন যে, এমন মনে হলো যেন হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের সম্পত্তিতে অংশীদার বানিয়ে দিবেন। **(আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং-৭৫২৩, ৮/১১১)**

আল্লাহ পাক আমাদেরও প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ্য রাখার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যেভাবে নিজের উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের সংশোধন করেছেন, ঠিক সেইভাবে নিজের বাণী দ্বারাও মাদানী শিক্ষার অনেক মাদানী ফুল দান করেছেন। যেমনটি হযরত রাফে رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি হযরত আবু বকর সিদ্দিক

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, আমি আরয করলাম: আপনি আমাকে নসিহত করুন। তিনি দু'বার বললেন: আল্লাহ্ পাক তোমার উপর দয়া করুন ও বরকত দান করুন। (১) ফরয নামায যথা সময়ে আদায় করো। (২) খুশিমনে যাকাত প্রদান করো। (৩) রমযানের রোযা রাখো। (৪) বাইতুল্লাহ্র হজ্ব করো। (৫) কখনো শাসক হয়ো না। আমি আরয করলাম: জনাব! আজকাল তো শাসকরাই উম্মতের মধ্যে উত্তম লোক। বললেন: আজকাল বিচারকার্য সহজ, কিন্তু আমার ভয় হয় যে, ভবিষ্যতে অসংখ্য বিজয়ের কারণে শাসনকার্যও বেশি হবে এবং একারণে হতে পারে অযোগ্য শাসকও আসবে। যেহেতু কাল কিয়ামতের দিন শাসকের হিসাব অনেক দীর্ঘ হবে এবং আযাবও বেশি, আর শাসক নয় এমনদের হিসাবও কম এবং আযাবও হালকা। একারণেই যে, শাসকের অনেক বেশি অত্যাচার হয়ে যায় এবং অত্যাচারী শাসক আল্লাহ্ পাকের চুক্তিকে ভঙ্গ করে দেয়। এই শাসকদের মধ্যে (ন্যায় পরায়ন) অনেকে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্যশীলও হয়ে থাকে এবং অনেকে (অত্যাচার ও নিপিড়নের কারণে) আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে বিতাড়িতও হয়। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি প্রতিবেশীর ছাগল বা উট করায়ত্ব করে তো বড়ই আনন্দিত হও যে, আমি তো প্রতিবেশীর ছাগল বা উট হাতিয়ে নিয়েছি, অথচ এমনদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা আল্লাহ্ পাকের অনেক বড় হক। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫১, হাদীস নং-৭৪৭২। আর রিয়াদুন নাদারা, ১/২৫৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হাত মিলানোর কতিপয় মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ 'র লিখিত পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ✤ দুজন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। ✤ যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৯৪৪)** ✤ হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন یَغْفِرُ اللّٰہُ لَنَا وَلَکُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন।)

ঘোষণা

হাত মিলানোর অবশিষ্ট সুন্নাত তরবিয়্যতি হালকার মধ্যে বলা হবে সুতরাং ঐসব মাদানী ফুল জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)